যুগান্তর

তারিখ 11 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের কমিটিতে শিবির-অছাত্র

খুলনা ব্যুরো

খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে ছাত্রশিবির নেতা, অছাত্র, বিবাহিত, বহিষ্কৃত ও যুবলীগ কর্মীদের স্থান দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এরা কিভাবে নতুন কমিটিতে ঢুকে পড়ল সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। তারা জানান, তাদের সঙ্গে আলাপ না করেই কেন্দ্রীয় নেতারা এ কমিটি গঠন করেছেন। এ নিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে মারাত্মক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা (নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক) এ কমিটি মানতে না পেরে কেন্দ্রীয় কমিটিকে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

জানা গেছে, ৮ জুন মহানগর ছাত্রলীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে শেখ শাহজালাল হোসেন সুজনকে সভাপতি এবং এসএম আসাদুজ্জামান রাসেলকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়। এর ২৬ দিন পর শনিবার রাতে নগর ছাত্রলীগের ৫৭ সদস্যের কমিটি অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি। এদের মধ্যে সহসভাপতি করা হয়েছে ২৪ জনকে। কমিটিতে স্থান পাওয়া ৩ জনকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে। তবে এ কমিটি গঠনে নগর ছাত্রলীগের সভাপতি সুজন ও রাসেলের কোনো মতামত গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি তাদের পাঠানো তালিকার কোনো ছাত্র নেতাকে নতুন কমিটিতে রাখা হয়নি। মহানগর ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী জানান, নগরীর শিরোমনি এলাকায় চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ২০১৩ সালের ২ মে গ্রেফতার হন ছাত্রলীগের সদ্য বিলুপ্ত কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক জাফরিন হাসান। ওই বছরের জুন মাসে ছাত্রলীগ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। ওই ঘটনায় মহানগর আওয়ামী লীগও জাফরিনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিল। সেই জাফরিন হাসানকেই খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের নতুন কমিটির সহসভাপতি করা হয়েছে। ২০০৩ সালে সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের হয়ে শ্রেণী প্রতিনিধি পদে নির্বাচনে অংশ নেন মুজিবুর রহমান সোহাগ ওরফে মুজিব সোহাগ। ২০০৬ সাল পর্যন্ত নগরীর সিটি কলেজে তার হাতে ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মী নিগৃহীত হয়েছেন। ২০০৯ সালে ছাত্রলীগে যোগ দেন তিনি। কিন্তু শিবির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ২০১০ সালে গঠিত ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে ঠাঁই হয়নি তার। সেই মুজিবুর রহমান সোহাগকে এবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে। সজল ইসলাম নামের একজন কখনও ছাত্রলীগ করেননি, তাকেও কমিটিতে রাখা হয়েছে।

নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ

খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে অছাত্র, বিবাহিত ও যুবলীগ করেন— এমন অনেকেই স্থান পেয়েছেন। কখনও মিছিল-সমাবেশ না করেও কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন অনেকে। অন্যদিকে যারা আন্দোলন-সংগ্রামে প্রথম কাতারে ছিলেন তাদের রাখা হয়েছে নিচের সারিতে। অনেক নেতার পদাবনতি হয়েছে। এসব নিয়ে সংগঠনটির মধ্যে বিরাজ করছে চরম অস্থিরতা ও ক্ষোভ।

এ ব্যাপারে নতুন কমিটির সভাপতি ও আগের কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহজালাল হোসেন সুজন যুগান্তরকে বলেন, নতুন কমিটিতে অনেক শিবির : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শিবির : কমিটিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিতর্কিত ব্যক্তিদের স্থান দেয়া হয়েছে। এদের অনেককেই আমি চিনি না, কয়েকজন কোনো দিন ছাত্রলীগ করেনি, কয়েকজন বিবাহিত ও অছাত্র, চাঁদাবাজির কারণে সংগঠন থেকে বহিষ্কার হয়েছিল— এমন একজনকে নতুন কমিটিতে স্থান দেয়া হয়েছে। এসএসসি পাস করেনি এমন একজনকেও কমিটিতে নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, কমিটি গঠনের আগে কেন্দ্রীয় সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ভাই আমার ও রাসেলের কাছে নাম চান। সে অনুযায়ী আমরা সংগঠনের ত্যাগী নেতাকর্মীদের নাম পাঠাই। কিন্তু তাদের নতুন কমিটিতে রাখা হয়নি। এ নিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি আমরা কেন্দ্রীয় নেতাদের জানিয়েছি।'

নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম আসাদুজ্জামান রাসেলও এ কমিটি গঠনের বিষয় কিছু জানেন না বলে জানিয়ে যুগান্তরকে বলেন, 'খুলনার কিছু সাবেক ছাত্র নেতা ঢাকায় বসে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রভাবিত করে তাদের পছন্দের লোকজনকে কমিটিতে ঢুকিয়েছেন। যে কারণে সংগঠনের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয়েছে।